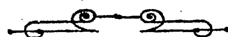
সত্যমেব জয়তি।



ভাগবতাচার্য্যোপাধিকেন

মহাপ্রভুপাদেন

শ্রীযুক্ত(নীলকান্ত)দেব-গোস্বামিনা

বিরচিতা।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাধুনা—প্রকাশিতা।

১৩২৫। ১২ই চৈত্র।

মূল্য।০ চারি আনা মাত্র।

প্রিণ্টার—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র,
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস,
৭৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

সত্যের প্রশস্তি ।

স্নান-দান-তপো-হোম-জপ-যজ্ঞাদিকেষু চ ।
ধর্ম্মাঙ্গেষু সমস্তেষু সত্যমেবাঙ্গমুত্তমম্ ॥ ১

পাদ-পাণ্যাদিভির্দেহঃ সর্ব্বাঙ্গৈরপি সংযুতঃ ।
বিকলো বিফলশ্চৈব উত্তমাঙ্গং বিনা যথা ॥ ২

স্বরূপং ব্রহ্মণো রূপং তথা সত্যং বিনা নৃণাম্ ।
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতোঽপি স্যাদ্ বিকলো বিফলো ধ্রুবম্ ॥ ৩

স্বরূপং ব্রহ্মণঃ সত্যং যথা শ্রুত্যা সমীরিতম্ ।
নাম সত্যং তথা তস্য শ্রুত্যৈব সমুদীরিতম্ ॥ ৪

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠা যঃ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্ ।
তস্যাপি নাম রূপঞ্চ সত্যমিত্যবধারিতম্ ॥ ৫

যদুক্তং কৃষ্ণমুদ্দিশ্য ভারতে পরমর্ষিণা ।
তন্নামরূপয়োস্তদ্ধি সত্যত্ব-পরিচায়কম্ ॥ ৬

"সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্
সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যো হি নামতঃ" ॥ ৭

শ্রীমদ্ভাগবতে ধ্যাত্বা পরং সত্যং মুনীশ্বরঃ।
আচরন্মঙ্গলং তচ্চ বিদিতং ভক্তসজ্জনৈঃ ॥ ৮

অতঃ শ্রীব্রহ্মণো নাম নাম চ শ্রীহরেরপি।
স্বরূপাদবিনাভূতং তত্র কশ্চিন্ন সংশয়ঃ ॥ ৯

হিত্বা সত্যমতো ব্রহ্ম হরিং বা যে উপাসতে।
হিত্বা জলাশয়ং দূরে যতন্তে তে জলাপ্তয়ে ॥ ১০

তৎ সত্যং পরমং ব্রহ্ম প্রমাণীকৃত্য যে জনাঃ ॥
যদ্ যৎ কুর্ব্বন্তি তৎসর্ব্বং যথার্থং হর্য্যুপাসনম্ ॥ ১১

তৎ সত্য-সাধনীভূতং সত্যং যদ্-ব্যবহারিকম্।
বাচিকং কায়িকং হৃদ্যমিতি-তৎত্রিবিধং মতম্ ॥ ১২

তত্র বাচনিকং সত্যং যথাদৃষ্টশ্রুতেরণম্।
কায়িকং কায়নিষ্পাদ্যং কর্ম্মাত্ম-পর-শর্ম্মদম্ ॥ ১৩

পক্ষে বৃত্তমপহ্নুত্য যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্।
অন্যথা ভাষণং যত্তদ্ বাঙ্মিথ্যা কথ্যতে বুধৈঃ ॥ ১৪

নাত্মনে ন পরস্মৈচ হিতং কর্ম্ম কৃতং হি যৎ।
কথ্যতে কর্ম্ম-মিথ্যা তৎ সত্য-মিথ্যা-বিচক্ষণৈঃ॥ ১৫

বাক্‌সত্যে কায়সত্যে চ মনোঽভিপ্রায় উত্তমঃ।
কীর্ত্ত্যতে মানসং সত্যং সুধীভিঃ সত্যবিত্তমৈঃ॥ ১৬

সত্যস্য ত্রিবিধত্বেঽপি লৌকিকস্য যথোত্তরম্।
প্রাধান্যং প্রতিপত্তব্যং সত্যসাধনমিচ্ছুভিঃ॥ ১৭

বাচিকাৎ কায়িকং তস্মাদপি হৃদ্যং বরং মতম্।
বিমৃষ্যৈতদশেষেণ কর্ত্তব্যং সত্যসাধনম্॥ ১৮

বাক্‌সত্যস্যাস্তি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং কায়িকস্য চ।
বোদ্ধব্যং মানসস্যাপি সত্যস্য গহনা গতিঃ॥ ১৯

অন্যানিষ্টকরং ভাবং হৃদি সন্ধায় যো জনঃ।
বদেদ্ বাচনিকং সত্যং মিথ্যৈব তস্য তদ্ বচঃ॥ ২০

পক্ষে পরহিতং বাঞ্ছন্ মিথ্যা বাচনিকং বদেৎ।
যদি কশ্চিদ্ বচস্তস্য সত্যগর্ভমসংশয়ম্॥ ২১

নরং জিঘাংসুভিঃ পৃষ্টো দস্যুভির্যদি কশ্চন।
বিনির্দ্দিশেৎ স্বদৃষ্টং তং পুরুষং মিথ্যা হি তদ্ বচঃ॥ ২২

বৈদ্যো বালং-হিতাকাঙ্ক্ষী পায়য়ংস্তিক্তমৌষধম্।
বঞ্চয়েন্মধুরত্বেন তদ্‌বচঃ সত্যমেবহি ॥ ২৩

কুম্ভীরোঽস্তি জলে বৎস মা নিমজ্জেতি পুত্রকম্।
বদন্ত্যপ্যনৃতং মাতা সচ্চিত্তা সত্যভাষিণী ॥ ২৪

অশ্বত্থামহতিং তারে রুক্ত্বাস্তর্গজ ইত্যপি।
বদন্ ধর্ম্মসুতো ভীমং দৃশা নিরয়মন্বভূৎ ॥ ২৫

স এব হৃতসর্ব্বস্বো বিরাটভবনে পুনঃ।
জ্ঞাপয়ন্নন্যথাত্মানং বভূব নহি পাপভাক্ ॥ ২৬

সুষ্ঠূক্তং ভারতে বেদব্যাসেন সত্যদর্শিনা।
ক্বচিৎ সত্যং ভবেন্মিথ্যা মিথ্যা সত্যং ভবেৎ ক্বচিৎ ॥ ২৭

"ন বক্তব্যং ভবেৎ সত্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যং বাপ্যনৃতং ভবেৎ" ॥ ২৮

মনুনাপি নিজগ্রন্থে এতদর্থসমর্থনম্।
বাক্যং সমবদৎ তচ্চ সুধীভির্জ্ঞায়তে ধ্রুবম্ ॥ ২৯

"সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়া ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ" ॥ ৩০

সত্যমেব জয়তি।

যত্র যত্র ভবেন্মিথ্যা ন মিথ্যা তচ্চ সূরিভিঃ।
শাস্ত্রকৃদ্ভির্বিনির্দ্দিষ্টং নামনির্দ্দেশপূর্ব্বকম্॥ ৩১

"ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজন্ন বিবাহকালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি" ॥৩২

যদ্যপ্যেবং বুধৈঃ সত্যে বিকল্পো নৈতিকে মতঃ।
তথাপি প্রথমঃ কল্পো যথাদৃষ্ট-শ্রুতেরণম্॥ ৩৩

ধর্ম্মে যেষামবিশ্বাস স্তেঽপি নিত্যং প্রযত্নতঃ।
অর্হন্ত্যাচরিতুং সত্যং লোকযাত্রা-সুসিদ্ধয়ে॥ ৩৪

পরলোকভয়ং তেষাং মাস্ত্বিহৈব জনা হি তান্।
মিথ্যাবাচো বিনিন্দন্তি প্রত্যেতি চ ন কোঽপি তান্॥ ৩৫

সংসার-রাগবান্ যস্তু হরিভক্তিঞ্চ বাঞ্ছতি।
বিবিচ্য লৌকিকং সত্যং বদেদ্ যত্র যথোচিতম্॥ ৩৬

সত্যে প্রতিষ্ঠিতে সত্য-স্বরূপো ভগবান্ স্বয়ম্।
সংলভ্যেত সুখেনৈব সাধকেনামলাত্মনা॥ ৩৭

সত্যমেব হরেঃ সত্য-স্বরূপরূপধারিণঃ।
সদ্ভক্তহৃদয়ন্যস্তমাসনায় সদাসনম্॥ ৩৮

সত্যাসনং ন যস্যাস্তি পবিত্রমাস্তৃতং হৃদি।
নাসীত তত্র সত্যাখ্যঃ সুশান্তসুখবিগ্রহঃ ॥ ৩৯

বাধকা ভগবদ্ভক্তেঃ কামক্রোধাদয়োঽরয়ঃ।
দূরতো হ্যপসর্পন্তি সত্যে সম্যগ্ ব্যবস্থিতে ॥ ৪০

নাস্তি তাদৃগসৎকর্ম্ম পরত্রেহাহিতং ক্ষিতৌ।
মিথ্যাবাদস্বভাবা যস্মানবাঃ কর্ত্তুমক্ষমাঃ ॥ ৪১

রক্ষিষ্যতি ভয়াদস্মান্ স্বভাব-সুহৃদেব সঃ।
মৃষাবাদ ইতি প্রীতা ন তে বিভ্যত্যসৎকৃতেঃ ॥ ৪২

মৃষাভাষীচ চৌরশ্চ সমৌ দ্বাবেব নিশ্চিতম্।
মৃষাভাষী ভবেচ্চৌরশ্চৌরো মিথ্যা বদেৎ সদা ॥ ৪৩

গর্হামর্হন্তি লোকেঽস্মিং শ্চণ্ডং দণ্ডং পরত্রচ।
অসত্যভাষিণস্তেষাং নেহামুত্রচ মঙ্গলম্ ॥ ৪৪

অসত্যভাষিণাং সন্ধ্যা-বন্দনাদি ব্রতাদিকম্।
হরিসঙ্কীর্ত্তনং সর্ব্বং ভস্মন্যেব ঘৃতাহুতিঃ ॥ ৪৫

মানবান্ বঞ্চয়ন্তো যে প্রবদন্ত্যনৃতং বচঃ।
সর্ব্বজ্ঞেশ্বরসত্তাঞ্চ প্রতিযন্তি ন তে ধ্রুবম্ ॥ ৪৬

অতঃ সত্য-পরিত্যাগী হরিত্যাগীনসংশয়ঃ।
হরিত্যাগী নরো লোকে বিকল্পেন নরোমতঃ ॥ ৪৭

অনৃতী বিত্তমাঢ্যোঽপি দূয়তেঽন্তর্দিবানিশম্।
সত্যবাদী দরিদ্রোঽপি নিদ্রাতি সুখমন্বহম্ ॥ ৪৮

লোকতো ভূপতশ্চৈব পরমেশ্বরতো ভয়ম্।
জগত্ত্রয়ময়ং মিথ্যা ভাষিণোঽশুদ্ধচেতসঃ ॥ ৪৯

অভয়ং লোকতো ভূমি-পালতশ্চ পরেশ্বরাৎ।
অভীতিরভিতঃ সত্য-ভাষিণঃ শুদ্ধ-চেতসঃ ॥ ৫০

সর্ব্বতোঽপি ভয়ং যস্য মনোদহনমন্বহম্।
মরণং শরণং তস্য শরীরভরণং বৃথা ॥ ৫১

অভয়ং সর্ব্বদা যস্য মনোঽভিরমণং পরম্।
তস্যৈব জীবনং লোকে জীবনং নরজন্মনঃ ॥ ৫২

মিথ্যাহারো যথা দেহে নরাণাং জ্বরদো ভবেৎ।
মিথ্যা বাণী তথা পুংসাং সদা সন্তাপদাত্মনি ॥ ৫৩

মৃষাভাষী স্বদোষেণ সদা পশ্যেদ্ বিভীষিকাম্।
সুখদাশ্চ দিশঃ সর্ব্বা সুস্তাবাৎ সত্যসংশিনঃ ॥ ৫৪

সত্যাপ্তদৈনিকাম্নানাং হৃদি যৎ পরমং সুখম্।
বঞ্চনার্জ্জিত-বিত্তানাং কুতস্তন্ধনশালিনাম্॥ ৫৫

রসনানৃতভাষেণ যাত্যেবমপবিত্রতাম্।
সংলিপ্তা শত-কৃত্বোঽপি গোময়েন ন শুধ্যতি॥ ৫৬

সত্যবাক্‌সুধয়া তৃপ্তা রসনা যস্য সর্ব্বদা।
মিথ্যা নিম্বরসাস্বাদে ন তস্য জায়তে রুচিঃ॥ ৫৭

সত্যমেব মনুষ্যত্বং সুধীভিঃ পরিনিশ্চিতম্।
তত্ত্যাগী মানুষঃ সত্যং মানুষো নামমাত্রতঃ॥ ৫৮

অন্তর্যামিণি সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বগে সর্ব্বসাক্ষিণি।
ঈশ্বরে যস্য বিশ্বাসঃ স মিথ্যা ন বদেৎ ক্বচিৎ॥ ৫৯

অন্তর্যামিণি সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বগে সর্ব্বসাক্ষিণি।
নেশ্বরে যস্য বিশ্বাসো বদেন্মিথ্যা সএবহি॥ ৬০

অতো মিথ্যা বদেদ্ যোঽসৌ পরবঞ্চন-তৎপরঃ।
চরন্নপি বহির্ধর্ম্মং নাস্তিকো নাস্তি সংশয়ঃ॥ ৬১

মিথ্যামাত্রং বদেদ্ যোঽসৌ পাপএব ন সংশয়ঃ।
সাক্ষ্যে মিথ্যা বদেদ্ যোঽসৌ পাপাৎ পাপতরো মতঃ॥ ৬২

সর্ব্বদ্রষ্টরি সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বশ্রোতরি চ স্থিতে।
অহো পাপস্য মূঢ়স্য নরান্ বঞ্চয়তো ভ্রমঃ ॥ ৬৩

অহো কষ্টং মৃষাভাষী বঞ্চয়ন্ মানবান্ মৃষা।
স্বয়ং বঞ্চিতমাত্মানং ন জানাতি বিমূঢ়ধীঃ ॥ ৬৪

যঃ শাস্তা চ পুরস্কর্ত্তা স চেৎ পশ্যতি দুষ্কৃতম্।
শৃণোতি চ মৃষা বাক্যং বঞ্চিতেন নরেণ কিম্ ॥ ৬৫

স্বপ্রকাশং স্বয়ং সত্যং গোপনং নার্হতি ক্বচিৎ।
প্রকাশতে হি নির্ভিদ্য মিথ্যাবৃতিশতং বলাৎ ॥ ৬৬

একমেবাদ্বয়ং চক্ষুঃ সত্যরূপং সদা দিবি।
দীপ্যতে মানবানাং হি পশ্যৎ কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥ ৬৭

এক এবাদ্বয়ঃ কর্ণঃ স্বর্গে সত্যময়ঃ সদা।
নির্ব্বাধো বিদ্যতে সর্ব্বং সত্যাসত্যে শৃণোতি সঃ ॥ ৬৮

একমেবাদ্বয়ং জ্ঞানং ভাতি সত্যাত্মকং দিবি।
নরাণাং মানসো ভাবো ন তস্যাগোচরঃ ক্বচিৎ ॥ ৬৯

লোকেঽস্মিন্নিদ্রিতপ্রায়ে মিথ্যা-মায়া-বিজৃম্ভিতে।
নির্নিদ্রং নির্ম্মলং শান্তং সত্যং জাগর্ত্তি সর্ব্বদা ॥ ৭০

আধারঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং সত্যমেব ন সংশয়ঃ।
বিনা সত্যং বিজানীহি সর্ব্বে ধর্ম্মা নিরাস্পদাঃ॥ ৭১

সত্যমূলঃ পরো ধর্ম্মঃ সত্যমূলং পরং তপঃ।
সত্যমূলা পরা শান্তিঃ সত্যমূলা পরাগতিঃ॥ ৭২

সত্যাৎ পরতরং কিঞ্চিৎ পবিত্রং নেহ বিদ্যতে।
কেবলেনৈব সত্যেন চিত্তং শুধ্যতি সত্বরম্॥ ৭৩

চিত্তে চ শুদ্ধিমাপন্নে ভক্তিরুৎপদ্যতে হরৌ।
জাতায়াঞ্চ ততো ভক্ত্যাং ভগবান্ ভাতি হৃদ্‌ব্রজে॥ ৭৪

সত্যসদ্ভাস্করাভাস-ভাসিতং হৃৎসরোরুহম্।
সর্ব্বদোৎফুল্লতামেতি সুধিয়ঃ সত্যসেবিনঃ॥ ৭৫

পিতা পুত্রান্ গুরুঃ শিষ্যান্ ছাত্রাংশ্চ শিক্ষকস্তথা।
শিক্ষয়েৎ সত্যমেবাদৌ সর্ব্বমন্যত্ততঃপরম্॥ ৭৬

বাল্যে সত্যমনভ্যস্যন্ যৌবনেহন্ত্যে বয়স্যপি।
জানন্নপি হি তৎ পাপং ত্যক্তুং ন ক্ষমতে জনঃ॥ ৭৭

যাবত্যঃ সন্তি সৎশিক্ষা বালানাঞ্চ বিশেষতঃ।
সত্যশিক্ষৈব সর্ব্বাসামাদিমা মহতাং মতা॥ ৭৮

ইহ সৎকীর্ত্তিলাভায় পরত্র পুণ্যলব্ধয়ে।
সত্যাৎ পরতরং কিঞ্চিন্নরাণাং নাস্তি সাধনম্ ॥ ৭৯

সত্যেন শোধিতা বাণী বক্তব্যা সকলৈঃ সদা।
ইহামুত্র চ কল্যাণং পরমং সমভীপ্সুভিঃ ॥ ৮০

কর্ম্মণাং বচসাঞ্চৈব প্রারম্ভে ধর্ম্মমীপ্সুভিঃ।
সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম স্মর্ত্তব্যং শুদ্ধচেতসা ॥ ৮১

সত্যরূপং মহারত্নং যৎকণ্ঠে ভ্রাজতে সদা।
বরভূষণ-বেশাঢ্য-রাজতোঽপি স রাজতে ॥ ৮২

সত্য-সদ্গুরুমাশ্রিত্য যশ্চরেদ্ধর্ম্মবর্ত্মনি।
সুগমোঽস্য ভবেৎ পন্থা সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৮৩

চর সংসারসংগ্রামে সত্যসদ্বর্ম্মসংবৃতঃ।
অনাহতঃ সুখেনৈব জেতাসি নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৮৪

সত্যসন্দীপ্তসন্দীপং পুরস্কৃত্য ভবাটবৌ।
ভ্রমতো ন ভবেৎ ক্বাপি মানবস্য পথভ্রমঃ ॥ ৮৫

সংসারে সত্যসদ্বন্ধু-পরামর্শানুসারতঃ।
যশ্চরেৎতস্য সদ্বন্ধো দুষ্কৃতৌ ন মনশ্চরেৎ ॥ ৮৬

সত্যসীরেণ যঃ কর্ষে দ্ধৃৎক্ষেত্রমতিযত্নতঃ।
স ভুঙক্তে পরমং শস্যং সদানন্দং সুরেপ্সিতম্ ॥ ৮৭

হৃদয়েন সমাক্রম্য সত্যোড়ুপমহর্নিশম্।
সন্তরন্ সুজনঃ শীঘ্রং তরত্যেব ভবার্ণবম্ ॥ ৮৮

যৎকিঞ্চিৎ ক্ষতিমাশঙ্ক্য পার্থিবীং কল্পনাময়ীম্।
নোপেক্ষস্ব মহারত্নং সত্যরূপমপার্থিবম্ ॥ ৮৯

সত্যমেব জয়ত্যেতন্মহাবাক্যং সদা স্মর।
সত্যং জয়তি সর্ব্বত্র সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৯০

বক্ষ্যামি সত্যমেবাহং নাসত্যমেবমন্বহম্।
প্রাতরেব প্রতিজ্ঞায় শয্যা-ত্যাগং ততঃ কুরু ॥ ৯১

সত্যং কর্ম্ম করিষ্যামি নাসত্যমেবমন্বহম্।
প্রাতরেব প্রতিজ্ঞায় শয্যা-ত্যাগং ততঃ-কুরু ॥ ৯২

চিন্তয়িষ্যামি সত্যং হি নাসত্যমেবমন্বহম্।
প্রাতরেব প্রতিজ্ঞায় শয্যাত্যাগং ততঃ কুরু ॥ ৯৩

সত্যবাগ্ ব্রহ্মণে নিত্যং নমস্কৃত্য কৃতাঞ্জলিঃ।
নিশায়াং শয়নার্থায় সুখশয্যাং সমাশ্রয় ॥ ৯৪

সত্যং জয়তি সর্ব্বত্র সত্যং জয়তি সর্ব্বদা।
সত্যমেবাশ্রয়েদ্ যশ্চ স নরঃ সর্ব্বতো জয়ী॥ ৯৫

নমঃ সত্যায় শুদ্ধায় সত্যবাগ্ ব্রহ্মণে নমঃ।
সত্যজ্ঞান-স্বরূপায় পরম-ব্রহ্মণে নমঃ॥ ৯৬

সত্যং বদন্তি যে নিত্যং সত্যং কর্ম্মাচরন্তি চ।
সত্যং স্মরন্তি তেভ্যোঽপি সজ্জনেভ্যো নমো নমঃ॥ ৯৭

সাধুসদ্রসনাবাসা শুদ্ধসত্ত্বা সুনির্ম্মলা।
পরিতুষ্যতু মে সত্য-বাগ-দেবতা সরস্বতী॥ ৯৮

দারিদ্র্যেঽপি সুদুর্ব্বারে সঙ্কটেঽপি বসুক্ষয়ে।
সত্যবাক্‌সুধয়া নিত্যং রসনা মম তৃপ্যতু॥ ৯৯

মূঢ় ত্বিষাং মৃষা গর্ব্বং রে নীলকান্ত মা বহ।
~~অতীত্য নম্বিষা~~লক্ষং সত্যমেব জয়ত্যদঃ॥ ১০০॥
[illegible]

সমাপ্তম্।

সত্যের জয়।



জপ তপ তীর্থস্নান হোম যজ্ঞ কিবা দান
আর যত ধর্ম্ম-কর্ম্ম আছে বিদ্যমান,
সকলের মধ্যে এক সত্যই প্রধান।

এই যে নরের কায় শির না থাকিলে তায়
বিকল বিফল যথা পাষাণ-সমান
থাকিলেও অন্য সব অঙ্গ বিদ্যমান।

ধর্ম্মের আচার যত অনুষ্ঠিত রীতিমত
হইলেও শাস্ত্র মতে, তেমতি সকল
ব্রহ্মের স্বরূপ সত্য বিহনে বিফল।

পরব্রহ্ম সত্যময় তাহাতে নাহি সংশয়
পুনঃ পুনঃ বেদে ইহা আছে নিরূপণ
নাম তাঁর "সত্য", তাই বেদের বচন।

পরব্রহ্ম-ঘনাকার কৃষ্ণরূপ ব্রহ্মসার
তাঁহার প্রধান নাম সত্যই কেবল
ইহাও শাস্ত্রের মধ্যে আছে অবিকল।

শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় ভারতে বিদিত হয়
অভ্রান্ত ঋষির বাক্যে আছে নিরূপণ
নামে রূপে সত্য কৃষ্ণ, ব্যাসের বচন।
"সত্যে কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণে সত্য অবস্থিত
সত্য হইতেও সত্য গোবিন্দের রূপ,
এই হেতু 'সত্য' তাঁর নাম অনুরূপ।
বিদিত আছে সবার করিলা মঙ্গলাচার
ভাগবতে মুনিবর তত্ত্বের নিধান
সত্য-রূপ পরতত্ত্বে করিয়া ধেয়ান।
যেই নাম সেই রূপ নামে রূপে একরূপ
যেই ব্রহ্ম সেই কৃষ্ণ বস্তুভেদ নাই
অভ্রান্ত শাস্ত্রের বাক্যে বলিয়াছে তাই।
অতএব যেই জন ব্রহ্ম হরি আরাধন
করে, কিন্তু সত্যনিষ্ঠা দূরে পরিহরে
জলাশয় ত্যজি জল চাহে সেই নরে।
সত্যরূপ ব্রহ্ম হরি সদাই স্মরণ করি
যেই জন যাহা যাহা করে আচরণ
তাহাই যথার্থ ব্রহ্ম হরি আরাধন।

সত্য হরি পাইবার সত্যই সাধন-সার
সেই সত্য ব্যবহারে ত্রিবিধ প্রকার
বাচনিক শারীরিক মানসিক আর।
দেখা শুনা যায় যাহা অবিকল বলা তাহা
বাচনিক সত্য, সত্য কায়িক আবার
কায়-সাধ্য কর্ম্ম আত্ম-পরহিতাচার।
দেখাশুনা যায় যাহা গোপন করিয়া তাহা
কল্পনায় অন্য রূপ বলা যদি হয়
বাচনিক মিথ্যা তাহা সুধীগণ কয়।
আত্মপর হিত নয় হেন কর্ম্ম যদি হয়
সত্য মিথ্যা বুঝে যারা সেই সুধীগণ
তাহাকেই কর্ম্ম-মিথ্যা কহে অনুক্ষণ।
কিবা সত্য বাচনিক কিবা সত্য শারীরিক
মনের পবিত্র ভাব তাহে যদি রয়
মানসিক সত্য তাহা সত্যদর্শী কয়।
যদিও ত্রিবিধ হয় লোক-সত্য-পরিচয়
যদিও নামেতে সত্য তিনেই সমান
তথাপিও পরে পরে জানিবে প্রধান।

২

যাহা সত্য বাচনিক তাহে শ্রেষ্ঠ শারীরিক
মানসিক সত্য হয় তাহার উপরে
বিচারি বিশেষে সত্য আচরিবে নরে।
কি বাচিক কি কায়িক কিবা সত্য শারীরিক
এ তিনের সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে বুঝিবার
গহনা সত্যের গতি বুঝা বড় ভার।
অন্যের অনিষ্ট হয় হেন ভাব যদি রয়
বলিলেও অবিকল যথার্থ বচন
মিথ্যাই তাহার সেই সত্য সম্ভাষণ।
যদি বা কোনও নরে পরের হিতের তরে
বাচনিক মিথ্যা কহে সেও সত্য হয়
যে হেতু হৃদয় তার শুদ্ধ ভাবময়।
দস্যু-ভয়ে গুপ্ত জনে দেখিয়াছে যে নয়নে
দস্যু জিজ্ঞাসিলে যদি সত্য কথা কয়
মিথ্যাই তাহার বাক্য মলিনতাময়।
বালকের পীড়া হ'লে সুমিষ্ট ঔষধ ব'লে
সুতিক্ত ঔষধ বৈদ্য করাইলে পান
সে মিথ্যা বচন তাঁর সত্যের সমান।

শিশুসুতে মাতা বলে নামিওনা বাপ জলে
কুম্ভীর আছেরে সেথা আমি বেশ জানি
মিথ্যা-আবরণে সত্য পূর্ণ-মাতৃবাণী।
অশ্বত্থামা রণে মরে বলিলেন উচ্চস্বরে
চুপি চুপি গজবলি ধর্ম্মের নন্দন
পরিশেষে করিলেন নরক দর্শন।
হারাইয়া রাজ্য ধনে বিরাট-রাজ-ভবনে
সেই যুধিষ্ঠির দিয়া মিথ্যা পরিচয়
তাহাতে পাতকী তিনি নহেন নিশ্চয়।
সত্য কভু মিথ্যা হয় মিথ্যা কভু মিথ্যা নয়
এইরূপ সত্য মিথ্যা আছে নিরূপণ
মহাভারতের কথা ব্যাসের বচন।
'সত্য যেথা মিথ্যা হবে সেথা সত্য নাহি কবে
মিথ্যাও হইবে সত্য যেই যেই স্থানে
সেখানে বলিবে মিথ্যা শাস্ত্রের বিধানে।
এইরূপ অভিপ্রায় আছে মনু সংহিতায়
প্রমাণের শিরোমণি মনুর বচন
অবশ্য জানেন তাহা সব সুধীজন।

"প্রিয় যদি হয় তবে সত্য কথা সদা কবে
না কহিবে কভু সত্য অপ্রিয় বচন
মিথ্যা প্রিয় বাক্য নাহি কবে কদাচন।
ব্যবহারে যথা যথা মিথ্যা নয় মিথ্যা কথা
তাহাও বিচার করি শাস্ত্রকার গণ
নাম ধরি দিয়াছেন সত্য বিবরণ।
"স্ত্রী সমীপে পরিহাসে বিবাহে বা প্রাণ নাশে
সর্ব্বনাশে যদি কেহ মিথ্যা কথা কয়
মিথ্যার মধ্যেতে তাহা গণনীয় নয়।
যদিও কোবিদ গণে নীতি-সত্য-নিরূপণে
করিলেন কল্পভেদ, তথাপি প্রধান
শ্রুত-দৃষ্ট-অনুসারে বাক্য অভিধান।
ধর্ম্মে যার নাহি মতি সংসারে সদাই রতি
নীতিশাস্ত্র অনুসারে তাহারো উচিত
সত্যবাক্যে সাধিবারে সংসারের হিত।
পরে পরলোক ভয় যদি তার নাহি হয়
এখানেই সবে তারে সদাই নিন্দয়
মিথ্যাবাদী জনে কেহ করেনা প্রত্যয়।

সংসারেও মন যায় কিন্তু হরিভক্তি চায়
এমন সুজন যেই তাহার উচিত
সত্যাসত্য বিচারিয়া করিতে বিহিত।
সত্য-নিষ্ঠা হ'লে পর অনাসে সাধক বর
দেখেন বিমল হৃদে, আনন্দ মূরতি
সত্য রূপ ভগবান্ করেন বসতি।
সত্যময় ভগবান তিনি শুধু সত্য চা'ন
ভক্তের হৃদয় মাঝে সত্যই তাঁহার
সুপবিত্র সুখাসন সুখে বসিবার।
হৃদে সত্য শুদ্ধাসন নাহি পাতে যেই জন
সত্য রূপধারী হরি সুখের আকার
কভু না বসেন শূন্য হৃদয়ে তাহার।
হরিভক্তি করে ক্ষয় কামাদি যে রিপুচয়
দূরে পলায়ন করে না পাইয়া স্থান
হৃদে যদি থাকে শুদ্ধ সত্য বিদ্যমান।
ইহ পরকালে ভয় যে কর্ম্ম হইতে হয়
হেন মন্দ কর্ম্ম নাই ধরার মাঝারে
মিথ্যাবাদী জনে যাহা করিতে না পারে।

মিথ্যাবাদী সব নরে অপ কর্ম্মে নাহি ডরে
মহানন্দে মনে করে, ভয় করি কায়
মিথ্যাবাদ বন্ধু আছে সহজ সহায়।
যে মিথ্যা বলিতে পারে চোর বলা যায় তারে
মিথ্যাবাদী চোর হয় চোরে মিথ্যা কয়
অতএব উভয়েই সমান নিশ্চয়।
ইহলোকে নিন্দা হয় পরলোকে দণ্ড ভয়
অতএব মিছামিছি যারা মিথ্যা কয়
কোথাও নাহিক সুখ তাদের নিশ্চয়।
করে ত্রিসন্ধ্যা বন্দন করে ব্রত আচরণ
সঙ্কীর্ত্তন করে কিন্তু মিথ্যা কয়
এমন লোকের সব ভস্মে ঘৃত হয়।
নরে বঞ্চিবার তরে মিথ্যা কয় যেই নরে
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নামে আছে একজন
অন্তরে মানেনা তাহা নিশ্চয় সে জন।
অতএব যেই নরে সত্য পরিহার করে
হরিত্যাগী সেই নর নাহিক সংশয়
হরিত্যাগী নরে লোকে অর্দ্ধ নর কয়।

মিথ্যায় লভিয়া ধন মিথ্যাবাদী যত জন
অন্তরে দারুণ তাপ দিবা-নিশি পায়
ধন হীন সত্যবাদী সুখে নিদ্রা যায়।
লোক মাঝে নিন্দা ভয় রাজ দণ্ডে ভয় হয়
ঈশ্বরের কাছে ভয় নরক যাতন
অসত্যের খলচিত্তে ভয়ের ভুবন।
লোক মাঝে নাহি ভয় রাজ ভয় নাহি হয়
ঈশ্বর হইতে ভয় পরকালে নাই
শুদ্ধ চিত্ত সত্যভাষী অভয় সদাই।
দিবানিশি যার ভয় হৃদয় যাতনা ময়
মরণ শরণ তার মরণ শরণ
যাতনা সহিতে বৃথা জীবন ধারণ।
অভয় সর্ব্বদা যার মনে শান্তি অনিবার
নরলোকে নরদেহ করিয়া ধারণ
তাহারই জীবন সত্য মানব জীবন।
মিথ্যাহারে জ্বর হয় নিদান শাস্ত্রেতে কয়
মাংস ময় স্থূল দেহে যথা সন্তাপন
সূক্ষ্ম দেহে মিথ্যা কথা তাপয়ে তেমন।

মিথ্যা কথা যেই কয় সদাই তাহার ভয়
নিজ দোষে এ সংসার ভয় ময় তার
সত্যবাদী সজ্জনের সুখের সংসার।
সত্য পথে চলি যায় দিন দিন আনে খায়
এমন সুজন মনে যেবা শান্তি পায়
মিথ্যাবাদী ধনাঢ্যের সে শান্তি কোথায়।
সত্য কহিবার তরে যে রসনা ধরে নরে
অপবিত্র এত হয় মিথ্যা আলাপনে
পবিত্র না হয় শত গোময় লেপনে।
সত্য ভাষা সুধা সার আস্বাদন করি যার
অবিরত পরিতৃপ্ত আছয়ে রসনা
মিথ্যা নিম্বরসে তার না হয় বাসনা।
মানবের পরিচয় সত্যই যথার্থ হয়
অতএব ত্যজি সত্য মিথ্যা যেই কহে
নামে মাত্র নর সেই বস্তুগত নহে।
সর্ব্বসাক্ষী ভগবান সর্ব্ব হৃদে বিদ্যমান
সকল জানেন তিনি বিভু বিশ্বময়
ইহাতে বিশ্বাসী জন মিথ্যা নাহি কয়।

সর্ব্বসাক্ষী ভগবান সর্ব্ব হৃদে বিদ্যমান
সকল জানেন তিনি বিভু বিশ্বময়
ইহাতে যে অবিশ্বাসী সেই মিথ্যা কয়॥
অতএব যেই জন করিতে পর বঞ্চন
অসঙ্কোচে মিথ্যা বলে সেই ত নাস্তিক
বাহিরের ধর্ম্ম তার নিশ্চয় অলীক।
সামান্যত মিথ্যা রটে যে জন সে পাপী বটে
সাক্ষ্যে মিথ্যা বলে যেবা বিচার সদনে
পাপহতে পাপী সেই অধম দুর্জ্জনে।
সব দেখে সব জানে সব কথা শুনে কানে
থাকিতে এমন জন নরে প্রতারনা
হায় কি মূঢ়ের ভুল না হয় ধারণা।
কি দুঃখের কথা হায় মিথ্যাভাষী শঠতায়
অপরে বঞ্চিতে গিয়া বঞ্চে আপনারে
বুদ্ধিদোষে তাহা কভু বুঝিতে না পারে।
যাঁর হাতে সবাকার আছে দণ্ড পুরস্কার
তিনি যদি জানিলেন গুপ্ত কদাচার
মানবে বঞ্চিয়া তবে কি ফল আবার।

সত্য যে প্রকাশ ময় গোপনে নাহিক রয়
শত মিথ্যা আবরণ ভেদিয়া কৌশলে
আপনি প্রকাশ পায় আপনার বলে।
অদ্বিতীয় সত্য নামে এক চক্ষু দিব্য ধামে
ধক ধক জ্বলিতেছে বিরাম ত নাই
মানবের ভাল মন্দ দেখিছে সদাই।
অদ্বিতীয় সত্যনামে এক কর্ণ দিব্যধামে
অনাবৃত আছে তার বাধা বিঘ্ন নাই
মানবের সত্যাসত্য শুনিছে সদাই।
অদ্বিতীয় সত্য নামে এক জ্ঞান দিব্য ধামে
অসীম শূক্ষ্মাকারে রয়েছে সদাই
মানবের মন তার অগোচর নাই।
সদা মোহিত মায়ায় বিশ্ব যেন নিদ্রা যায়
কিন্তু শুদ্ধ শান্ত সত্য সদা নিদ্রাহীন
অনল সবিশ্বব্যাপি জ্বলে নিশি দিন।
সত্যে সর্ব্ব ধর্ম্ম রয় ইহাতে নাহি সংশয়
অতএব সত্যাধার নাহিক যথায়
দাঁড়াবার স্থান নাই ধর্ম্মের তথায়।

সত্য হতে হয় ধর্ম্ম সত্য হতে সুখ শর্ম্ম
পরাশান্তি পরা গতি সত্য হ'তে হয়
সকলের মূল সত্য নাহিক সংশয়।
সত্য হ'তে শুদ্ধ সার ধরায় নাহিক আর
না করিলে অন্য কিছু কর্ম্মের সাধন
সত্বরে কেবল সত্যে শুদ্ধ হয় মন।
মন শুদ্ধ হইলে তায় হরি ভক্তি জন্মময়
ভক্তি জনমিলে তবে সত্য ভগবান
হৃদি বৃন্দাবনে ভক্ত দেখে বিদ্যমান।
সদা সত্য আচরণ করে যেই সুধী জন
সত্যরূপ সুবিমল বিভাকর করে
তাহার হৃদয় পদ্ম প্রফুল্লিত করে।
পিতা নিজ পুত্র গণে দীক্ষা গুরু শিষ্য জনে
সুশিক্ষক ছাত্রগণে সত্য শিক্ষা দিয়া
তার পর অন্য শিক্ষা দিবেন বুঝিয়া।
শিশুকালে যদি নরে সত্য শিক্ষা নাহি করে
যৌবনে জন্মায় পাপ বুঝেও বিচারে
অভ্যাসের দোষে মিথ্যা ছাড়িতে না পারে।

ধরায় সুশিক্ষা যত মানবের অভিমত
সকলের আদি শিক্ষা সত্য শিক্ষা সার
বিশেষত শুদ্ধ মতি শিশু সবাকার।
ইহ কীর্ত্তি সুবিমল পরলোকে পুণ্যবল
পাইবার যত কিছু আছে সদাচার
সত্য হ'তে সুসাধন নাহি কিছু আর।
শুদ্ধ সত্য গঙ্গানীরে শোধিয়া নিজ বাণীরে
করিবে সুজন তবে বাহিরে প্রকাশ
উভ লোকে থাকে যদি সুখ অভিলাষ।
যাঁর ধর্ম্ম আচরণে অভিলাষ আছে মনে
সত্যরূপ পরব্রহ্ম করিয়া স্মরণ
করিবে সকল কর্ম্ম বলিবে বচন।
সত্যরূপ রত্ন সার সদা দোলে কণ্ঠে যার
নানা বেশ বিভূষায় ভূষিত রাজায়
জয় করিয়াছে যেই আপন শোভায়।
সত্য সদ্‌গুরুর মতে চলে যেই ভব পথে
সুদীর্ঘ দুর্গম পথ সুগম তাহার
সত্য-সত্য এ কথায় দ্বিধা নাহি আর।

সত্য বর্ম্ম পরি অঙ্গে এ সংসার রণ রঙ্গে
বিচরণ কর নর হইয়া নির্ভয়
আঘাত পাবেনা জয় হইবে নিশ্চয়।
সংসার নিবিড় বন সেথা যে করে ভ্রমণ
সত্যরূপ দীপ্ত দীপ করিয়া ধারণ
পথ ভ্রান্তি নাহি তার হয় কদাচন।
এ সংসার শত্রুময় বন্ধু শুধু সত্য হয়
পরামর্শ ল'য়ে তার চলে যেই জন
অপকর্ম্মে কভু তার নাহি যায় মন।
সত্যসার করে ধরি অতীব যতন করি
হৃদয় কেদার যেই করে করষণ
সুরেপ্সিত সুখ-শস্য ভুঞ্জে সেই জন।
সদাই যতন করি সত্যভেলা হৃদে ধরি
সংসার সাগরে যেই করে সন্তরণ
সত্বরে সাগর পারে যায় সেইজন।
এ সংসার মাটিময় কিছুই যথার্থ নয়
মিছা তুচ্ছ হানি ভয়ে, সত্য রত্ন সার
ওরে ভাই! হেলা করি হারায়োনা আর।

সর্ব্বত্র সত্যের জয় ইহাতে নাহি সংশয়
সদাই "সত্যের জয়" এই মহাবাণী
হৃদয়ে স্মরণ রাখ দৃঢ় করি মানি।
সদা সত্য কথা ক'ব মিথ্যায় বিরত রব
প্রতিদিন প্রাতে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া
তবে শয্যা ত্যাগ কর শ্রীহরি স্মরিয়া।
সত্য কর্ম্ম আচরিব অপকর্ম্ম না করিব
প্রতিদিন প্রাতে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া
তবে শয্যা ত্যাগ কর শ্রীহরি স্মরিয়া।
অযথার্থ বিস্মরণে সত্যই স্মরিব মনে
প্রতিদিন প্রাতে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া
তবে শয্যা ত্যাগ কর শ্রীহরি স্মরিয়া।
নিশাকালে যোড় করে প্রতিদিন ভক্তি ভরে
শব্দ ব্রহ্ম সত্যবাক্যে করিয়া প্রণাম
শয়ন করিবে সুখে লভিবে আরাম।
এ তিন ভুবনে হয় সদাই সত্যের জয়
অকপটে সত্য যেই করে আচরণ
সর্ব্বত্র বিজয়ী হয় সেইত সুজন।

শুদ্ধ সত্যে অনিবার ভক্তি ভরে নমস্কার
সত্যবাণী শব্দ ব্রহ্মে নমস্কার মম
সত্যজ্ঞান ঘন পরব্রহ্মে নমোনমঃ।
সদা সত্য যাঁরা ক'ন নিত্য সত্য আচরণ
সদাই নিরত যাঁরা সত্যের স্মরণে
নমো নমো সেই সব সাধুর চরণে।
সাধু-রসনা-বাসিনী শুদ্ধ সত্ত্ব বিলাসিনী
সুবিমলা সত্যবাণী দেবী সরস্বতী
প্রসন্ন থাকুন সদা এ দীনের প্রতি।
দারিদ্র যদিও হয় যদি হয় ধনক্ষয়
তথাপি সদাই যেন রসনা আমার
পরিতৃপ্ত থাকে পিয়া সত্য সুধাসার।
মিছা তুচ্ছ কান্তি লয়ে ছাড় গর্ব্ব শান্ত হয়ে
নীলকান্ত! তোর মত লক্ষ করি জয়
নিত্য তেজে সত্য নিধি জ্বলে বিশ্বময়।

সমাপ্ত

হিতবাদী'—"শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত" একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। এমন মধুর সরল ও বিশুদ্ধ সংস্কৃত রচনা আধুনিক লোকে যে, করিতে পারেন এ বিশ্বাস আমাদের ছিল না। শ্লোকগুলি পাঠ করিতে করিতে ঋষি-বিরচিত বলিয়া মনে হয়। আমরা গ্রন্থকারের বিচার-পদ্ধতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। কৃষ্ণ লীলায় অশ্লীলতার লেশমাত্রও নাই, সাধারণের মনে এই ভাব বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করিয়া ভাগবতাচার্য্য মহাশয় দেশের পরম উপকার করিয়াছেন।

ব্রহ্মবিদ্যা,– গোস্বামী মহাশয় সমুদয় জীবন ধরিয়া যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ এই গ্রন্থে লীলা বর্ণনা করিয়া জগৎকে গ্রন্থাকারে উপহার দিয়াছেন। প্রাচীন লীলবাদের দার্শনিক তত্ত্ব যাঁহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে আলোচনা করিতে চাহেন, এই গ্রন্থের দ্বারা তাঁহারা বিশেষ সাহায্য পাইবেন; আর যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা এই গ্রন্থ আস্বাদন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিবেন। আমরা এই গ্রন্থখানি ভক্তির সহিত সকলকে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

Hindoo Patriot Says :—

Such sonorous Sanskrit verse, so chaste, so elegant, so fragrant in thought, so fascinating, such expressive Bengali translation too; and yet with all their beauty, they are a most serious contribution to the literature on the subject. It is impossible to put down the book until every page has been

perused. The book is priced at Re. 1-8. It is published by Babu Nripendra Nath Ghosal, 14-2-1. Bahir Mirzapur Road, Garpar, Calcutta.

স্যার ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—আপনার সংস্কৃত রচনা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। তথাপি তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ হওয়ায় এইটুকু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, এত বিশদ ও সুমধুর সংস্কৃত রচনা করিতে পারেন, এমন বাঙ্গালী এখনও আছেন ইহা বাঙ্গালীর অল্প গৌরবের বিষয় নহে। আপনার বাঙ্গালা রচনাও তেমনই সরল ও সুমিষ্ট, এবং তাহা হইবে না কেন? একে ত মধুর শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বর্ণন তাহাতে আবার আপনার ন্যায় জ্ঞানী ও ভক্তের লেখা।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ বলেন—এই পরম পবিত্র গ্রন্থখানিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা ব্যাখ্যা করাই পূজনীয় প্রভুপাদের উদ্দেশ্য ছিল ; কিন্তু পারম্পর্য্য রক্ষার জন্য ইহাতে গোলোক লীলাও বর্ণিত হইয়াছে। এখানি প্রথম খণ্ড ; ইহাতে রাসলীলা পর্য্যন্তই বিবৃত হইয়াছে। পূজ্যপাদ গোস্বামী মহাশয় এই গ্রন্থে প্রধানতঃ শ্রীধর স্বামীর টীকাই গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার পর যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহা যেমন সুন্দর তেমনই মধুর আবার তেমনই ভাবপূর্ণ ; প্রকৃত সাধক ও লীলা রসজ্ঞ মহাত্মা ব্যতীত আর কাহারও লেখনীমুখে এরূপ সুমধুর বাণী নিঃসৃত হইতে পারে না। প্রভুপাদরচিত সংস্কৃত শ্লোকগুলি এমনই সুন্দর যে, আজ কালকার পণ্ডিতগণের লিখিত বলিয়া মনেই হয় না ; মনে হয়, যেন কোন মহাকবির রচিত শ্লোক পাঠ করিতেছি। তাহার পর ব্যাখ্যার কথা। অতি সহজ ও সুললিত গদ্যে ব্যাখ্যা লিখিত ; কোথাও পাণ্ডিত্য প্রকাশের অনুমাত্র চিহ্ন নাই ; অথচ ভাবৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। এই লীলামৃত পাঠে সকলেই পরিতৃপ্ত হইবেন। লেখক মহোদয় ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তন করিয়াই কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহার শ্রম সফল হইয়াছে।

ভক্তি মাসিক-পত্রিকায় বলেন—এ ব্যাখ্যা যেমন সুন্দর ও সরল তেমনই মধুরতর ভাবপূর্ণ। পাঠ করিলে মনে হয় লেখক প্রকৃতই লীলারসে ডুবিয়া রহিয়াছেন। তারপর সংস্কৃত শ্লোকগুলি এমন সরল অথচ মধুর ভাবে রচিত যে পাঠ করিতে বা বুঝিতে কোন কষ্টই হয় না অধিকন্তু পাঠ করিতে করিতে মনে হয় এ যেন প্রাচীন

কোনও মহাকবির রচিত শ্লোকই পাঠ করিতেছি। আজীবন ভগবৎ-লীলা আলোচনা করিয়া প্রভু যে অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, আশা করি, সকলেই সে গ্রন্থ সাদরে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবেন। এমন মধুর গ্রন্থের সমালোচনা হয় না, এ গ্রন্থ নিত্য অহরহ আস্বাদনের জিনিষ। প্রভু ভাগবতের অসাধারণ পণ্ডিত এবং অপূর্ব্ব ব্যাখ্যাতা। আমরা তাঁহার শ্রীমুখে ব্যাখ্যা শুনিয়াছি, তারপর আবার এই গ্রন্থ পাইয়া প্রকৃত পক্ষেই বিশেষরূপে আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি।

পঞ্চরত্ন।

পঞ্চরত্ন সর্ব্বলোক সমাদৃত গ্রন্থ। ইহাতে মাতা, গুরু, ধর্ম্ম, বিবেক ও হরিনামের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয় অতি সরল ও সুমিষ্ট সংস্কৃত শ্লোকে বর্ণিত। অনেকে নিত্য সন্ধ্যা বন্দনার সময় পাঠ করিয়া থাকেন। ইহার সঙ্গে শত শ্লোকাত্মক শ্রীগৌরশতক সন্নিবদ্ধ আছে। গৌর শতকের সরল পদ্যানুবাদও দেওয়া হইয়াছে। মূল্য ॥৶৹ আনা মাত্র।

কেবল শ্রীগৌরশতক—মূল্য ৶৹ আনা মাত্র।

শ্রীশ্রীবংশীবিকাশঃ

সরল সংস্কৃত ও তাহার পদ্যানুবাদ। ইহাতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর একাত্মরূপ বংশী-অবতার শ্রীশ্রীবংশীবদনানন্দ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

কল্কিপুরাণ বঙ্গানুবাদ—মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

পতিব্রতা।

সংস্কৃত শ্লোক ও পদ্যানুবাদ—মূল্য ৵০ আনা।

পিতৃস্তোত্রঃ—সংস্কৃত শ্লোক ও পদ্যানুবাদ। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

আবার গৌর, বাঙ্গালাপদ্য। মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

মহাপ্রভুপাদের সমস্ত গ্রন্থ ১৮নং অদ্বৈতচরণ মল্লিকের লেন,

ও

রামবাগান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সাধুর নিকট পাওয়া যায়।